Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুণাহের ক্ষতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আফরিন

রোলঃ 228021848

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুণাহের ক্ষতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আফরিন

রোলঃ 228021848

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গুণাহের ক্ষতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া আফরিন, আইডিঃ 228021848 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গুণাহের ক্ষতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sumia Afrin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সুমাইয়া আফরিন

আইডিঃ 228021848

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

টপিকঃ গুনাহের ক্ষতি 6

ভূমিকা 6

গুনাহের প্রভাব বিষয়ে 6

গুনাহ কাকে বলে? 7

গুনাহ-এর প্রকারভেদ 8

প্রকাশ্য গোনাহ হল সেইসব গোনাহ, ... 10

কবীরা গুনাহ্’র সংখ্যা 14

গুনাহের ক্ষতিসমূহের আলোচনা: 24

আল্লাহর ইবাদত থেকে মাহরুম হয়ে যায় 24

রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়: 28

আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়া : 29

গুনাহ ছাড়া কঠিন হয়ে যায় 42

অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়: 42

গুণাহ থেকে ফিরার উপায় 43

তাওবার প্রতি উৎসাহ এবং ইস্তিগফারের ফায়েদা 44

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি কেন? 46

গুনাহ ক্যান্সারের মত 47

রেফারেন্স: 48

টপিকঃ গুনাহের ক্ষতি

ভূমিকা

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত না থাকা মূলত গুনাহ। কিয়ামতের দিন মানুষের প্রতিটি পাপ -পূণ্যের হিসাব হবে।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ
"অতপর কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে। এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে" (সূরা যিলযাল, আয়াত ৭-৮)

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অমান্য করাই গুনাহ বা পাপ। ছোট হোক বা বড়, গুনাহকে হালকা ভাবা উচিত নয়। কারণ ছোট গুনাহ ধীরে ধীরে বড় গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এবং গুনাহ করতে করতে একটা সময় গুনাহকারী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। গুনাহের বহুবিধ ক্ষতি আছে।

গুনাহের প্রভাব বিষয়ে

উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের কাছে এ বিষয়ে আরও শিক্ষণীয় কয়েকটি কথা শুনেছি। হুযূর বলেন—
'প্রত্যেকটি কাজের অন্তত দুটি দিক থাকে। একটি হল কাজের বিধান। অর্থাৎ কাজটি ভালো কিংবা মন্দ, বৈধ কিংবা অবৈধ, পাপ কিংবা পুণ্য। আরেকটি হল তার প্রভাব। অর্থাৎ কৃত কাজটির ভালো কিংবা মন্দ প্রভাব, শারীরিক, মানসিক কিংবা বস্তুগত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া।
দৈনন্দিন জীবনে আমরা যত ধরনের কাজকর্ম করে থাকি, প্রত্যেকটিরই বিধানগত দিক যেমন আছে, তেমনি আছে প্রভাবগত দিক। তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে গোনাহের বিধানগত দিক তথা পাপ ও অপরাধগত দিকটি ক্ষমা করে দেওয়ার কথা আছে। প্রভাবগত বিষয়টি দূর করে দেওয়ার ওয়াদা নেই। আল্লাহ তাআলা আপন

কুদরতে, একান্ত দয়া ও মেহেরবানীতে তার প্রভাবও দূর করে দিতে পারেন। তবে সে বিষয়ে কোনো ঘোষণা বা ওয়াদা দেননি।'

কোনো ব্যক্তি যদি হঠাৎ বা নিয়মিত কোনো গোনাহ করে, এরপর তাওবা করে। তখন সেই তাওবা কবুল হলে হয়ত সে গোনাহ থেকে ক্ষমা পেয়ে যাবে। তবে গোনাহের প্রভাব ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে মুক্তি পাবে কি না— বলা যায় না। উপরন্তু হঠকারিতাবশত শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে অন্তরে মোহর এঁটে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। সেজন্য আমাদের উচিত, সাধ্যের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এরপরও কোনো গোনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা। এবং ইস্তিগফারের মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়ার আশায় গোনাহ করার মানসিকতা পরিত্যাগ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

গুনাহ কাকে বলে?

'গুনাহ' শব্দটি বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত হলেও এটি মূলত ফার্সি শব্দ। ' গুনাহ বুঝাতে বাংলায় আরও একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে পাপ । বাংলা অভিধানে এর অর্থ লেখা হয়েছে অন্যায়, কলুষ, দুষ্কৃতি ইত্যাদি।"

আরবীতে গুনাহ বা পাপ বুঝানোর জন্য অনেকগুলো পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। যেমন: আল ইম, আল খাত্বা ও আল খাড়ীআহ্, আল মাসিয়াহ্, আল জুম, আয্ যাব ইত্যাদি। এ সকল পরিভাষার মাঝে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও মূলত যা বুঝায় তা হলো, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল -এর আদেশ পালন না করা বা তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ করা ও তাঁদের নিষেধকৃত কাজ করা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনে হোক ।

শাস্তি দু প্রকার । যথাঃ

১.দুনিয়ার শাস্তি

২.আখেরাতের শাস্তি।

আখেরাতের শাস্তি আল্লাহ নির্ধারণ করবেন। তবে দুনিয়াতে পাপী বান্দা মৌলিক দশটি শাস্তি বা ক্ষতির মুখোমুখি হবে।

গুনাহ্-এর প্রকারভেদ

গুনাহ্ বা পাপগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. কাবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ;

যেমন শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা, বিদ'আত করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি ।

২. সগীরা গুনাহ বা ছোট গুনাহ;

যেগুলো কাবীরা গুনাহ নয় এমন গুনাহ; যেমন, পরনারীর প্রতি দ্বিতীয়বার তাকানো ইত্যাদি ।

গুনাহের প্রভাব কুরআন-হাদিসের আলোকেঃ

কুরআন মাজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে গুনাহের বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

মানুষ নিজ হাতে যা কামাই করেছে, তার কারণে জলে—স্থলে ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয়, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কিছুটা শাস্তি আস্বাদন করান, যেন তারা (সৎপথে) ফিরে আসে। সূরা রূম (৩০) : ৪১

অর্থাৎ মানুষের জীবনে যেসব বিপদ ও মসিবত এবং দুর্যোগ ও দুর্দশা আসে সেগুলো তারই কৃতকর্মের ফল; গুনাহ ও পাপাচারের পরিণতি।

অন্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰي دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

আর আমি তাদেরকে (জাহান্নামের) সেই বড় শাস্তির আগে অবশ্যই লঘু শাস্তির স্বাদও গ্রহণ করাব। হয়তো তারা ফিরে আসবে। —সূরা সাজদা (৩২) : ২১

এখানে الْعَذَابِ الْاَدْنٰي(লঘু শাস্তি) বলে দুনিয়াবী শাস্তি তথা রোগ-শোক, আপন-বিপদ ও বালা-মসিবতকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গোনাহের কারণে আখেরাতের শাস্তি

তো আছেই; দুনিয়াতেও বিভিন্ন ধরনের বালা-মসিবতের মাধ্যমে সেই গুনাহের শাস্তি দেওয়া হবে। —দ্রষ্টব্য, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৬/৩৬৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِیْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ وَ یَعْفُوْا عَنْ كَثِیْرٍ.

তোমাদের উপর যে মসিবত আসে, তা তোমাদেরই হাতের কর্মের ফলে। আর তিনি তোমাদের অনেক কিছুই (অপরাধ) ক্ষমা করে দেন। —সূরা শূরা (৪২) : ৩০

বোঝা গেল, অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়ার পর আরও যা কিছু রয়ে যায় সেগুলোর কারণেও বিভিন্ন ধরনের বিপদ-মসিবত আসে। অর্থাৎ কৃত গুনাহ ও অপরাধের সবগুলোর জন্য বান্দা হয়তো তাওবা-ইস্তিগফার করেনি; অথবা করেছে, কিন্তু তার সব তাওবা কবুল হয়নি।

এ বিষয়ে 'তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন' থেকে একটি টিকা তুলে ধরছি। হযরত শাইখুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম লেখেন—

দুনিয়ায় যে ব্যাপক বালা-মসিবত দেখা দেয়, যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, শত্রুর আগ্রাসন, জালিমের আধিপত্য ইত্যাদি, এসবের প্রকৃত কারণ ব্যাপকভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। এভাবেই এসব বিপদাপদ মানুষের আপন হাতের কামাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর এসব বিপদাপদ চাপান এজন্য, যাতে মানুষের মন কিছুটা নরম হয় এবং দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ায় যেসব বিপদাপদ দেখা দেয়, অনেক সময় তার বাহ্যিক কারণও থাকে, যা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী আপন কার্য প্রকাশ করে। কিন্তু এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই কারণও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি এবং বিশেষ সময় ও বিশেষ স্থানে তার সক্রিয় হওয়াটাও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজের সে ইচ্ছা সাধারণত মানুষের পাপাচারের ফলেই কার্যকর করেন। এভাবে এ আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে, সাধারণ বালা-মসিবতের সময় নিজেদের গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হওয়া চাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তা বাহ্যিক কোনো কারণঘটিত বিষয়। —তাওযীহুল কুরআন, সূরা রূম (৩০) : ৪১

উল্লিখিত একটি আয়াতে যেমন ছোট বড় গোনাহের প্রসঙ্গ এসেছে, অন্য একটি আয়াতে এসেছে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গোনাহের কথা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ.

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল গোনাহ ছেড়ে দাও। যারা গোনাহ করে, শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃত গোনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। —সূরা আনআম (৬) : ১২০

প্রকাশ্য গোনাহ হল সেইসব গোনাহ,

যা মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করে। যেমন, মিথ্যা বলা, গীবত করা, ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি। আর গোপন গোনাহ হল সেইগুলো, যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি।

এই আয়াতে উভয় প্রকার গোনাহের শাস্তি শীঘ্রই দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরেকটি আয়াতে ভয়ানক সতর্কবার্তা উল্লেখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে তাদের কৃত অন্যায় ও অপরাধের কারণে যেভাবে পাকড়াও করা হয়েছে, তাদের বর্তমান উত্তরসূরিকেও সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সাথেও এমনটি ঘটতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে—

اَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَاۤ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ نَطْبَعُ عَلٰي قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ.

যারা কোনো ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের (ধ্বংসপ্রাপ্তির) পর তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কি এই শিক্ষা লাভ হয়নি যে, আমি চাইলে তাদেরকেও তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করতে পারি? এবং (হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে) আমি তাদের অন্তরে মোহর করে দিতে পারি, ফলে তারা (কোনো কথা) শুনতে পাবে না? —সূরা আরাফ (৭) : ১০০

কোনো গোনাহ করার সময় কি মনে থাকে একথা? উপলব্ধির সাথে একথা মনে রাখতে পারলে বাস্তবেই গোনাহ করা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। এখানে গোনাহের

শাস্তির কথা তো আছেই, আরও আছে হঠকারিতাবশত এ শিক্ষা গ্রহণ না করার কারণে অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সবাইকে এমন বিষয় থেকে রক্ষা করুন।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন নিশ্চয় নেক আমলের কারণে চেহারা উজ্জ্বল হয়।অন্তর আলোকিত হয়। রিজিক বৃদ্ধি পায়।আয় রোজগারে বরকত হয়।দেহের শক্তি বৃদ্ধি পায়।মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে গুনাহের কাজ করলে চেহারা কুৎসিত হয়। অন্তর অন্ধকার হয়।রিজিকের মধ্যে সংকীর্ণতা দেখা দেয়।মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ভাব জন্মায় ফলে তাকে কেউ ভালো দৃষ্টিতে দেখে না।

মুসনাদে আহমদে বর্নিত হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা গুনাহ করার দ্বারা রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।
অন্যত্রেএভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গুনাহের কারণে হায়াত কমে যায় এবং জিন্দেগীর বারাকাত শেষ হয়ে যায়। গুনাহ এবং পাপাচার শুধু মানুষের দেহকে দুর্বল করে না বরং সাথে সাথে অন্তরকেও দুর্বল করে দেয়।অন্তর যেহেতু শরীরের অধীনে এই জন্য শরীরের প্রভাব অন্তরের ওপরও পড়ে ফলে গুনাহগার ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখেরাতে বিপদগ্রস্থ হয় চরম ভাবে।
গুনাহ করার দরুন গুনাহগার ব্যক্তির দিল থেকে গুনাহের ঘৃণা ভাব দূর হয়ে যায় ফলোশ্রুতিতে সেই গুনাহ তার নিকটে মজ্জাগত অভ্যাসে পরিনত হয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় গুনাহ করতে করতে সেই গুনাহের প্রতি কোনো স্বাদ যখন অবশিষ্ট থাকে না, কিন্তু অভ্যাসের কারণে সেই গুনাহ করতে সে বাধ্য হয়।
গুনাহ করার কারণে পৃথিবীতে যে সমস্ত বিপর্যয় দেখা দেয় তা হচ্ছে নিম্নরূপ গুনাহ করার কারণে পৃথিবীতে নানান রকম ফাসাদ এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।গুনাহের কারণে অন্যান্য মাখলুকেরও ক্ষতি হয় ফলে তারা গুনাহগারের প্রতি লালত করে। গুনাহের কারণে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দেখা দেয় এবং নদ-নদীর পানি শুকিয়ে যায়। গুনাহের কারণে আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হতে থাকে।
গুনাহ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়।যেমনি ভাবে আগুন শুকনো কাঠকে নষ্ট করে দেয়। প্রত্যেক ভালো জিনিসেরই একটি নূর বা আলো থাকে আর গুনাহ সেই আলো বা নূরকে নিভিয়ে দেয়। গুনাহ করার ব্যাপারে কাফের এবং মুমিনের

মাঝে পার্থক্য হচ্ছে এমন মুমিন গুনাহকে এমন ভাবে ভয় করে যে, একটি বিশাল পাহাড়ের নিচে সে অবস্থান করছে তার নিকট আশংকা হচ্ছে সেই পাহাড়টা তার মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়বে পক্ষান্তরে কাফের ব্যক্তির কাছে গুনাহটা হচ্ছে একটা মাছির মত তার নাকের ডগায় একটি মাছি বসে আছে আর সে মাছিকে হাত দ্বারা নাড়া দিলো আর মাছিটি চলে গেলো।

গুনাহের কারণে গুনাহগার ব্যক্তি রাসুল সা. এর লানতের তলে পড়ে যায়।কেননা অনেক গুনাহের জন্য রাসুল সা. লালত করেছেন। প্রত্যেক পাপ কাজই আল্লাহ তায়ালার কোনো না কোনো দুশমনদের দ্বারা শুরু হয়েছে সেই সূত্রে প্রত্যেক পাপী ব্যক্তি পাপ কাজের ওয়ারিশ বলে গণ্য হবে।

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে"। সুরা মুত্বাফ্‌ফিফীন- ১৪

যখন কোনো মুমিন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। তারপর যখন সে গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং তাওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায় এবং তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তার পর মুমিন আবার গুনাহ করে তখন তার অন্তরের মধ্যে কালো দাগটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মুমিনের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত রাইন তথা অন্তরে মরিচা বিস্তার লাভ করা আর এখানে এমনটি বুঝানোই মুখ্য উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "কখনো না ররং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের পাপগুলোই আমাদেরকে আন্তরে জং বসিয়ে দিয়েছে যদি আমরা এসব গুনাহ থেকে তাওবা না করি হতে পারে আমাদের পাপের কারণে আমার পিতা - মাতা ছেলে মেয়ে বউ ইত্যাদির ওপর পাপের প্রভাব পড়তে পারে।

''**হারাম**'' শব্দের আভিধানিক অর্থ: অবৈধ বা নিষিদ্ধ (বস্তু, কথা, কাজ, বিশ্বাস ও ধারণা)। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম বলতে সে সকল গুনাহ্কে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ্গার শরীয়তের দৃষ্টিতে যে কোনভাবে নিন্দিত।

''**কবীরা**'' শব্দের আভিধানিক অর্থ: বড়।

শরীয়তের পরিভাষায় কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল গুনাহ্কে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ্'র ব্যাপারে কুর‘আন বা সহীহ হাদীসে নির্দিষ্ট ঐহিক বা পারলৌকিক শাস্তির

বিধান রাখা হয়েছে অথবা সে সকল গুনাহ্কে কুর'আন, হাদীস কিংবা সকল আলিমের ঐকমত্যে কবীরা বা মারাত্মক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল গুনাহ্কে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ্'র ব্যাপারে শাস্তি, ক্রোধ, ঈমানশূন্যতা বা অভিশাপের মারাত্মক হুমকি বা জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল গুনাহ্কে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ্গারকে আল্লাহ্ তা'আলা বা তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন অথবা যে সকল গুনাহ্গারকে কুর'আন কিংবা সহীহ হাদীসে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল শরীয়ত একমত।

আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল কাজকে বুঝানো হয় যে সকল কাজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুর'আনের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।

কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ বলতে সে সকল গুনাহ্কে বুঝানো হয় যে সকল গুনাহ্'র বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা সূরাহ নিসা'র শুরু থেকে নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

«إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا»

''তোমরা যদি সকল মহাপাপ থেকে বিরত থাকো যা হতে তোমাদেরকে (কঠিনভাবে) বারণ করা হয়েছে তাহলে আমি তোমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবো এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবো খুব সম্মানজনক স্থানে''। (নিসা' : ৩১)

অনুরূপভাবে কোন ফরয কাজ পরিত্যাগ করাও কবীরা গুনাহ্'র শামিল।

ইমাম 'ইয্যুদ্দীন বিন্ 'আব্দুস্ সালাম (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: ওই সকল গুনাহ্গুলোকেও কবীরা গুনাহ্ বলে ধরে নিতে হবে যেগুলোর ক্ষতি কোন না কোন কবীরা গুনাহ্'র সমান অথবা তার চাইতেও অনেক বেশি। যদিও সেগুলোকে কুর'আন বা সহীহ হাদীসে কবীরা গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। যেমন: আল্লাহ্ তা'আলা বা তদীয় রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি দেয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অসম্মান করা, কোন রাসূলকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করা, কা'বা শরীফকে ময়লাযুক্ত করা, কুর'আন মাজীদকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা, কোন সতী মহিলাকে অন্য কারোর ব্যভিচার অথবা কোন মুসলিমকে অন্য কারোর হত্যার জন্য ধরে রাখা, কোন কাফির গোষ্ঠীকে মুসলিমদের ব্যাপারে তথ্য দেয়া অথচ সে জানে যে, তারা সুযোগ পেলে উক্ত মুসলিমদেরকে হত্যা করবে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে ধরে নিয়ে যাবে অথবা তাদের ধন-সম্পদ লুট করবে কিংবা তাদের স্ত্রী-কন্যার সাথে ব্যভিচার করবে এমনকি তাদের ঘর-বাড়িও ভেঙ্গে দিবে, তেমনিভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কারোর জীবন নাশ করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

কবীরা গুনাহ্' র সংখ্যা

কবীরা গুনাহ্'র উক্ত সংজ্ঞাদাতারা উহার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেননি। বরং তাঁরা ওই সকল গুনাহ্কেই কবীরা গুনাহ্ বলে আখ্যায়িত করেন যে সকল গুনাহ্'র মধ্যে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান।

ঠিক এরই বিপরীতে কিছু সংখ্যক সাহাবা ও বিশিষ্ট আলিম কবীরা গুনাহ্'র নির্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণনা করেন।

- আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ (রাঃ) বলেন: কবীরা গুনাহ্ সর্বমোট চারটি।
- আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) বলেন: কবীরা গুনাহ্ সর্বমোট সাতটি।
- আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর বিন্ 'আস্ (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হুমা) বলেন: কবীরা গুনাহ্ সর্বমোট নয়টি।
- কেউ কেউ বলেন: কবীরা গুনাহ্ সর্বমোট এগারোটি।
- আবার কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ্ সর্বমোট সত্তরটি।

আবূ ত্বালিব মাক্কী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: কবীরা গুনাহ্ সংক্রান্ত সাহাবাদের সকল বাণী একত্রিত করলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে:

- ❖ অন্তরের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ চারটি: আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন গুনাহ্ বার বার করতে থাকার মানসিকতা, যদিও তা

একেবারেই ছোট হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ এবং তাঁর পাকড়াও থেকে একেবারেই নিশ্চিন্ত হওয়া।

- ❖ মুখের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ও চারটি: মিথ্যা সাক্ষী, কোন সতী-সাধ্বী মহিলাকে ব্যভিচারের অপবাধ দেয়া, মিথ্যা কসম ও যাদু।
- ❖ পেটের সাথে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ তিনটি: মদ্য পান, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ ও সুদ খাওয়া।
- ❖ লজ্জাস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ দু'টি: ব্যভিচার ও সমকাম।
- ❖ হাতের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ও দু'টি: হত্যা ও চুরি।
- ❖ পায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ একটি। আর তা হচ্ছে কাফির ও মুশ্রিকের সাথে সম্মুখযুদ্ধ থেকে পলায়ন।
- ❖ পুরো শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ্ও একটি। আর তা হচ্ছে নিজ মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।
- ❖ আবার কোন কোন আলিমের মতে সকল পাপই মহাপাপ। কারণ, যে কোন গুনাহ্'র মানেই আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে চরম স্পর্ধা প্রদর্শন ও তাঁর একান্ত নাফরমানি।

সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ হলঃ শির্ক

শির্ক প্রথমত: দু' প্রকার:

১. যা আল্লাহ্ তা'আলার মহান সত্তা, তাঁর নাম, কাম ও গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত।

২. যা তাঁর ইবাদাত ও তাঁর সঙ্গে সঠিক আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত। যদিও উক্ত মুশ্রিক এমন মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সত্তা, কর্ম ও গুণাবলীতে একক। তাঁর কোন শরীক নেই।

প্রথমোক্ত শির্ক আবার দু' প্রকার:

১. অস্বীকার বা অধিকার খর্বের শির্ক

উক্ত শির্ক অতি মারাত্মক ও অতিশয় ঘৃণ্য। যা ছিলো ফির'আউনের শির্ক। কারণ, সে বলেছিলো:

«وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ»

"জগতগুলোর প্রভু আবার কে?" (শু'আরা' : ২৩)

সে আরো বলে:

«يٰهَامَانُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا، لَعَلِّيْ أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلٰى إِلٰهِ مُوْسٰى وَإِنِّيْ لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا»

‘‘হে হা’মান! তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি করো যাতে আমি আকাশের দরোজা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারি এবং আমি স্বচক্ষে দেখতে পাই মূসা (আঃ) এর মা’বূদকে। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই সে (মূসা (আঃ)) মিথ্যাবাদী’’। (গা’ফির/মু’মিন : ৩৬-৩৭)

শির্ক বলতেই অস্বীকার অথবা যে কোন ভাবে আল্লাহ্ তা‘আলার অধিকার খর্ব করাকে বুঝায়। চাই তা সামান্যটুকুই হোক না কেন। সুতরাং প্রতিটি মুশ্রিকই অস্বীকারকারী বা আল্লাহ্ তা‘আলার অধিকার খর্বকারী এবং প্রতিটি অস্বীকারকারী বা অধিকার খর্বকারীই মুশরিক।

অস্বীকার বা অধিকার খর্ব করণ আবার তিন প্রকার:

১. সৃষ্টিকুলের সব কিছুই আল্লাহ্ তা‘আলা সৃষ্টি করেননি। বরং কোন কোন জিনিস মানুষও সৃষ্টি করেছে বা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে এমন মনে করা।

২. আল্লাহ্ তা‘আলার নাম, কাম বা গুণাবলীর কিয়দংশ বা সম্পূর্ণটুকুই অস্বীকার করা।

৩. মানুষ থেকে প্রাপ্য আল্লাহ্ তা‘আলার অধিকার তথা একচ্ছত্র আনুগত্য ও শির্ক অবিমিশ্র ইবাদাত আদায় না করা।

ওয়াহ্দাতুল্ উজূদ্ (সৃষ্টিই স্রষ্টা) মতবাদ, বিশ্ব অবিনশ্বর মতবাদ এবং আল্লাহ্ তা‘আলা নিজ নাম, কাম ও গুণাবলী শূন্য মতবাদ ইত্যাদি উক্ত শির্কেরই অন্তর্গত।

২. আল্লাহ্ তা‘আলার পাশাপাশি অন্য ইলাহ্ স্বীকার করার শির্ক:

উক্ত মুশ্রিকরা আল্লাহ্ তা‘আলার নাম, গুণাবলী ও প্রভুত্ব স্বীকার করে। তবে তারা তাঁরই পাশাপাশি অন্য ইলাহেতেও বিশ্বাস করে।

যেমন: খ্রিস্টানদের শির্ক। তারা আল্লাহ্ তা‘আলার পাশাপাশি ’ঈসা (আঃ) ও তাঁর মাকে ইলাহ্ বলে স্বীকার করে।

অগ্নিপূজকদের শির্কও উক্ত শির্কের অন্তর্গত। কারণ, তারা সকল কল্যাণকর কর্মকান্ডকে আলো এবং সকল অকল্যাণকর কর্মকান্ডকে আঁধারের সৃষ্টি বলে মনে করে।

তাক্বদীর বা ভাগ্যে অবিশ্বাসীদের শির্কও উক্ত শির্কের অন্তর্গত। কারণ, তারা মনে করে, মানুষ বা যে কোন প্রাণী আল্লাহ্ তা‘আলার ইচ্ছা-অনুমতি ছাড়াও নিরেট নিজ ইচ্ছায় যে কোন কাজ করতে পারে। এরা বাস্তবে অগ্নিপূজকদেরই অনুরূপ।

ইব্রাহীম (আঃ) এর সঙ্গে তর্ককারী ‘‘নাম্রূদ্ বিন্ কিন্‘আন’’ এর শির্কও উক্ত শির্কের অন্তর্গত। কারণ, তার অন্যতম দাবি এটিও ছিলো যে, সে ইচ্ছে করলেই কাউকে মারতে বা জীবিত করতে পারে।

কবরপূজারীদের শির্কও উক্ত শির্কের অন্তর্গত। কারণ, তারা আল্লাহ্ তা‘আলার পাশাপাশি নিজ পীর-বুযুর্গদেরকেও রব্ ও ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে।

রাশি-নক্ষত্রে বিশ্বাসী এবং সূর্যপূজারীদের শির্কও উক্ত শির্কের অধীন।

উক্ত মুশ্রিকদের কেউ কেউ আল্লাহ্ তা‘আলাকে বাস্তব মা’বূদ বলেও বিশ্বাস করে। আবার কেউ কেউ আল্লাহ্ তা‘আলাকে বড় মা’বূদ বা মা’বূদদের অন্যতম বলেও মনে করে। আবার কেউ কেউ এমনো মনে করে যে, তাদের ছোট মা’বূদগুলো অতি তাড়াতাড়ি তাদেরকে তাদের বড় মা’বূদের নিকটবর্তী করে দিবে।

কাবীরা গুনাহের তালিকা

কাবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা কুরআন ও হাদীসে একই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে আসেনি। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস গবেষণা করে 'আলিমগণ কাবীরা গুনাহের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ)* । তিনি তার কিতাব “আল কাবায়ির”-এর মধ্যে অর্ধশতাধিক কাবীরা গুনাহের তালিকা দিয়েছেন। সম্প্রতি সাউদী আরবের বিখ্যাত 'আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন ‘আবদুল্লাহ আত্ তুয়াইজিরী একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন যা তার রচিত ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-এর ১৬ তম পর্বে "কিতাবুল কাবায়ির” নামে উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে সেই তালিকাটি পেশ করা হলো। উল্লেখ্য যে, তিনি তার লেখায় প্রতিটি কাবীরা গুনাহ্ দলীল উল্লেখ করেছেন।

(ক) অন্তরের কাবীরা গুনাহ :

১. কুফর

২. শির্ক

৩. অহংকার

৪. মুনাফিকী

৫. রিয়া বা লোক দেখানো 'আমল"

৬. যাদু করা
৭. অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস করা"

(খ) জ্ঞান ও জিহাদ সংক্রান্ত কাবীরা গুনাহ:

৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে জ্ঞান অর্জন করা
৯. জ্ঞান গোপন করা
১০. আল্লাহ ও রাসূল
-এর উপর মিথ্যা আরোপ করা
১১. জ্ঞান অনুযায়ী 'আমল না করা
১২. আল্লাহর পথে দাওয়াত দানে বিরত থাকা বা দাওয়াতী কাজ ছেড়ে দেয়া
১৩. সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করা হতে বিরত থাকা বা তা ছেড়ে দেয়া
১৪. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হতে বিরত থাকা বা তা ছেড়ে দেয়া
১৫. ভ্রান্তদলের পক্ষে যুদ্ধ করা
১৬. যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে সাহায্য করা

(গ) 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ

১৭. পেশাব হতে বেঁচে/সতর্ক না থাকা (যথাযথভাবে পরিচ্ছন্ন না থাকা)
১৮. সলাত পরিত্যাগ করা
১৯. সলাতে ইমামের পূর্বে কোন কাজ করা *
২০. সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা
২১. যাকাত দানে বাধা দেয়া বা যাকাত না দেয়া
২২. সিয়াম পরিত্যাগ করা ২
২৩. হাজ্জ পরিত্যাগ করা
২৪. আল্লাহকে স্মরণ না করা

(ঘ) শাসন-প্রশাসন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ ২৫. আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ছাড়া শাসন/বিচার করা

২৬. শাসক কর্তৃক নাগরিকদের ধোঁকাদান বা নাগরিকদের সাথে প্রতারণা করা

২৭. অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা

২৮. সূদ খাওয়া

২৯. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ ও অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা

৩০. জুয়া খেলা

৩১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া

৩২. শরীয়তের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হ

৩৩. স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ করা

৩৪. অন্যায়ভাবে মালিকানা দাবি করা

৩৫. মানুষের সাথে প্রতারণা করা

৩৬. মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রয় করা"

৩৭. অন্যায় উদ্দেশে পণ্য মজুদ করা

৩৮. মিথ্যা শপথ করা

৩৯. দোষ গোপন ও মিথ্যা কথা বলে পণ্য বিক্রয় করা

৪০. হারাম ব্যবসা করা

৪১. যুলুম করে (অন্যায়ভাবে) কোন কিছু গ্রহণ করা

৪২. সাক্ষ্য গোপন করা

৪৩. জমিনের সীমানা/খুঁটি অন্যায়ভাবে পরিবর্তন করা

(ঙ) পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক কাবীরা গুনাহ

৪৪. অধীনদের ওপর অত্যাচার করা

৪৫. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া

৪৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

৪৭. কারো বংশ নিয়ে কটাক্ষ করা"

৪৮. বিনা কারণে মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা

৪৯. মন্দ নামে ডাকা
৫০. প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করা
৫১. মানুষকে কষ্ট দেয়া
৫২. এমন কথা বলা যা বললে আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন
৫৩. মুসলিমকে কাফির বলা
৫৪. বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি করা
৫৫. স্বামীর অবাধ্য হওয়া
৫৬. স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা
৫৭. স্বামীর ডাকে সাড়া না দেয়া
৫৮. মুত্'আহ্ (সাময়িক চুক্তিভিত্তিক) বিবাহ করা
৫৯. গায়রে মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) মহিলার সাথে বিবাহহীন অবস্থায় নির্জনে অবস্থান করা
৬০. সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান না করা
৬১. দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা

(চ)চারিত্রিক কাবীরা গুনাহ

৬২. মিথ্যা বলা
৬৩. সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া
৬৪. গীবত ও চোগলখোরী করা
৬৫. আমানতের খিয়ানত করা
৬৬. অভিশাপ দেয়া
৬৭. সাহাবীদেরকে গালি দেয়া
৬৮. অসমীচীন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা
৬৯. সীমালঙ্ঘন করা
৭০. অত্যাচার ও শত্রুতা করা
৭১. মারাত্মক ঝগড়া বিবাদ করা
৭২. অশ্রাব্য গালিগালাজ করা
৭৩. হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা

৭৪. গর্ব ও অহংকার করা
৭৫. কৃপণতা করা**
৭৬. বাড়াবাড়ি করা
৭৭. বিশ্বাসঘাতকতা করা
৭৮. অপকৌশল ও ঠকবাজি করা
৭৯. অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা *
৮০. আত্মহত্যা করা
৮১. অপচয় করা
৮২. অপব্যয় করা হ
৮৩. স্বেচ্ছাচারিতা করা
৮৪. গোয়েন্দাগিরি করা
৮৫. অন্যায়ভাবে রাগান্বিত হওয়া
৮৬. অশ্লীল ভাষায় কথা বলা
৮৭. আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ মনে করা
৮৮. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া
৮৯. অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা"
৯০. উপকার করে খোঁটা দেয়া
৯১. আল্লাহর ওয়ালীদের সাথে শত্রুতা করা
৯২. আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা
৯৩. হারামের মধ্যে ডুবে থাকা
৯৪. ওয়াদা ভঙ্গ করা"
৯৫. মাদকাসক্ত হওয়া
৯৬. যিনা বা ব্যভিচার করা
৯৭. সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া
৯৮. চুরি করা
৯৯. ডাকাতি করা
১০০. চেহারায় দাগ কাটা ও চিহ্ন দেয়া
১০১. সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা
১০২. পুরুষের রেশম বা স্বর্ণের পোশাক পরিধান করা

১০৩. অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা
১০৪. জানা সত্ত্বেও অন্যকে পিতা দাবী করা"
১০৫. বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও বাজনা শোনা
১০৬. কবরের উপর বসা
১০৭. টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়াশ
১০৮. পুরুষদের মহিলার বেশ এবং মহিলাদের পুরুষদের বেশ ধারণ করা
১০৯. ছায়ায় ও রাস্তায় প্রসাব-পায়খানা করা
১১০. মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত কোন জন্তুকে আটকে রাখা
১১১. কোন জন্তুকে তীর বা গুলি লাগানোর ট্রেনিং-এর লক্ষ্য বস্তু বানানো
১১২. বিনা কারণে কুকুর পোষা
১১৩. মৃত জন্তু ও রক্ত খাওয়া

উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত তালিকায় বর্ণিত গুনাহগুলোর মধ্যে শাস্তির পরিমাণ ও ভয়ংকরিতার দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর কোনটি পৃথিবীতে দণ্ডনীয় অপরাধ আবার কোনটির পৃথিবীতে দণ্ড উল্লেখ নেই। আবার কিছু গুনাহ কাবীরা গুনাহ কিনা তা নিয়ে 'আলিমগণের মধ্যে সঙ্গত কারণেই মতবিরোধ রয়েছে। তাছাড়া যেহেতু এখানে সংক্ষেপে শুধু গুনাহগুলোর শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে সেহেতু উল্লিখিত শিরোনামগুলোর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বোঝা জরুরি। নতুবা ভুল বোঝার আশঙ্কা রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সংশ্লিষ্ট বইপত্র পড়ে ও ‘আলিমদের জিজ্ঞেস করে স্পষ্ট করে বুঝে নেয়া উচিত।

এক নজরে গুনাহের ক্ষতিসমূহ

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ এর মতে গুনাহের কারণে যে সব ক্ষতিসাধন হয়, তা তুলে ধরা হলোঃ

- ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া;
- রিজিক থেকে বঞ্চিত হওয়া;
- আল্লাহ তা'আলা ও গুনাহগারদের মধ্যকার সম্পর্ক ছুটে যাওয়া;
- গুনাহগার ব্যক্তি ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে সম্পর্ক না থাকা;

- মুআমালাত লেনদেন, উঠাবসা কঠিন হয়ে যাওয়া;
- গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে গভীর অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া;
- গুনাহ অন্তরাত্মাকে কমজোর বানিয়ে দেয়;
- ইতাআত (আল্লাহর আনুগত্য) থেকে বঞ্চিত হওয়া;
- গুনাহগার ব্যক্তির বয়স হ্রাস পাওয়া এবং আবশ্যিকভাবে বরকত শেষ হয়ে যাওয়া;
- গুনাহ অন্যান্য গুনাহ সৃষ্টি করে;
- তাওবা এবং ইস্তিগফার থেকে দূরত্ব তৈরি করে;
- অন্তর থেকে খারাপকে খারাপ মনে করার অবস্থা শেষ হয়ে যায়;
- সকল খারাপ কাজ পূর্ববর্তী উম্মতের রেখে যাওয়া মিরাছ, যার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হালাক করে দিয়েছেন;
- গুনাহর কারণে বান্দা তার রবের নিকট নগণ্য ও তুচ্ছ হয়ে যায় এবং তার দৃষ্টি থেকে পড়ে যায়;
- বান্দার দৃষ্টিতে গুনাহ করা ছোট ও মামুলি হয়ে যায়;
- গুনাহের খারাবির কারনে সাধারণ মানুষ ও প্রাণীদেরও কষ্ট হয়;
- নাফরমানি আবশ্যিকভাবে লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হয়;
- গুনাহ আকল, বুদ্ধি ও বিবেককে নষ্ট করে দেয়, বরবাদ করে দেয়;
- গুনাহ যখন বেশি হয়ে যায় তখন গুনাহগার ব্যক্তির অন্তরে মোহর লেগে যায়;
- গুনাহগার ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লানতের অন্তর্ভুক্ত;
- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফেরেশতাদের দোয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া;
- অন্তরের মূল বিষয় অর্থাৎ লজ্জা শেষ হয়ে যাওয়া;
- গুনাহর কারণে অন্তর থেকে আল্লাহর সম্মান শেষ হয়ে যায়;
- গুনাহের কারণে বান্দার নিকট স্বীয় রবকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়;
- নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া ও সাজা পাওয়া;
- গুনাহের কারণে অন্তর সুস্থ না থাকা, ইস্তিক্বামাত তথা অবিচলতা থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং অন্তরের ব্যাধি ও দোদুল্যমনার শিকার হওয়া।

গুনাহের ক্ষতিসমূহের আলোচনা:

গুনাহ করা মানে আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাওয়া। গুনাহের মাধ্যমে মানুষ শয়তানের অনুসরণ করে। মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে তখন শয়তান খুব খুশি হয়। আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যান। গুনাহের মাধ্যমে আদম সন্তানের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে, তার মাঝে কিছু বিষয় এখানে উপস্থাপন করা হলো—

আল্লাহর ইবাদত থেকে মাহরুম হয়ে যায়

সুস্থ যুবকের যদি জ্বর হয়, ভালো হওয়ার নামও না থাকে তাহলে দুর্বলতার কারণে সে চলাফেরাতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। কাজের প্রতি সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তার মন চায় বিছানায় পড়ে থাকতে। অনুরূপভাবে গুনাহের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। নেককাজ করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। কিংবা কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আমলের তাওফীক তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। নেককাজের নিয়তও করে, কিন্তু গুনাহের কারণে নিয়তে দুর্বলতা চলে আসে।

যেমন, আজানের শব্দ কানে আসে কিন্তু মসজিদে যেয়ে নামাজ আদায় করার মতো তাওফিক হয় না। দোকানে বসে আড্ডা দিবে, অযথা সময় নষ্ট করবে, অথচ মসজিদ একদম নিকটে তারপরেও মসজিদে যাবে না। হেলাফেলায় সময় নষ্ট করবে। আল্লাহর হুকুম পালন করার মতো সময় হবে না। পারিবারিক সমস্যার কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে দিনের পর দিন দোকান বন্ধ রাখতে পারে, অথচ নামাযের জন্য দশ মিনিট দোকানটা বন্ধ রাখতে পারবে না। মোবাইলে সময় দেওয়ার টাইম আছে। ফেসবুক, ইউটিউব দেখার সময় হয় কিন্তু নামাযের সময় হয় না। এগুলো হয় গোনাহের কারণে।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন

أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات
সকল আওলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গোনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। (মাউকিউ দুরারিস সুন্নিয়্যা : ১/২৪৩)

ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া:

কোরআন-হাদিস হলো পবিত্র জিনিস, আর গুনাহগারের অন্তর হলো অপবিত্র। তাই পবিত্র এই ইলম আল্লাহ অপবিত্র পাত্রে রাখেন না।

আলো ও অন্ধকার তো এক জায়গায় থাকে না। ইলম হলো নূর আর গুনাহ হলো অন্ধকার। এর পরিণতি কী হবে? যখন ভদ্রলোক আর দুষ্টুলোক এক জায়গায় একত্রিত হয়ে যায়, ভদ্রলোকই জায়গা ছেড়ে চলে যায়। এরকমই অন্তরে গোনাহের অন্ধকার থাকলে ইলম জায়গা ছেড়ে দেবে।

ইলমের অবস্থা যদি চেরাগের মত হয়, গুনাহের অবস্থা হলো বাতাসের ঝাপটার মত। যদি বাতাসের ঝাপটা লাগতেই থাকে, চেরাগ আর কতক্ষণ জ!লে থাকবে! শেষ পর্যন্ত নিভেই যাবে।

এ জন্য বিশেষভাবে যারা কোরআন ও হাদীসের ইলম অর্জন করতে চায় তাদেরকে সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রকাশ্য ও গোপনে কোনো অবস্থাতেই গুনাহ করা যাবে না।

ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন

العلم نورٌ يقذفه الله في القلب ، والمعصية تُطفئ ذلك النور

ইলম হলো আলো বিশেষ যা অন্তরে সঞ্চারিত হয় এবং গুনাহ সেই আলোকে নিভিয়ে দেয়। (ফয়জুল কাদীর : ১/১১৯)

ইমাম মালেক রহ. একবার ইমাম শাফেয়ী’ রহ.-কে উপদেশ দেন

إِنِّي أَرَى اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا، فَلَا تُطْفِئْهُ بِظُلْمَةِ الْمَعْصِيَةِ

আমি দেখছি আল্লাহ তাআলা তোমার অন্তরে নূর দিয়েছেন, তুমি গুনাহের অন্ধকার দিয়ে তাকে মিটিয়ে দিয়ো না। (ফা ফির্রূ ইলাল্লাহ : ৩৩)

ইমাম শাফেয়ী’ রহ. নিজের শিক্ষক ইমাম ওয়াকী’ রহ.-এর কাছে অভিযোগ করেছিলেন, আমি ভুলে যাই। ওয়াকী’ রহ. বললেন, গুনাহ ছেড়ে দাও। ইমাম শাফেয়ী’র স্বভাবে একটু কবিত্বও ছিলো। তিনি এটাকে কবিতায় বলেন

شَكَوتُ إِلى وَكيعٍ سوءَ حِفظي
فَأَرشَدَني إِلى تَركِ المَعاصي

وَأَخبَرَني بِأَنَّ العِلمَ نورٌ
وَنورُ اللهِ لا يُهدى لِعاصي

আমি ইমাম ওয়াকী’ রহ.-এর কাছে আমার স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম, তিনি উপদেশ দিলেন তুমি গোনাহ করা করো না। কারণ ইলম আল্লাহর নূর এবং আল্লাহর এই নূর পাপীদের অন্তরে দেয়া হয় না। (ফা ফির্রূ ইলাল্লাহ : ৩৩)

ইলম আল্লাহপ্রদত্ত নূর, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি তার জন্য এক আলোর ব্যবস্থা করেছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলে।’ (সুরা আনআম, আয়াত : ১২২)

আর গুনাহ ওই নূর বা আলোকে নিভিয়ে দেয়, এ জন্য গুনাহের কারণে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়। অনেক কিছু শিখেও ভুলে যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, অবশ্যই আমি মনে করি, মানুষ তার শিক্ষা করা ইলম ভুলে যায় তার কৃত গুনাহর কারণে।

(জামিউ বয়ানিল ইলম : ১/১৯৬)

জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি কমে যাওয়া :

জ্ঞান ও মুখস্থ শক্তি আল্লাহর দেয়া অনন্য নি'আমত। গুনাহের কারণে আল্লাহ এই নি'আমত তুলে নেন। ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) ১২* একদিন মাদীনায় ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) ১২৭-এর সামনে বসা ছিলেন। তখন ইমাম মালিক ইমাম শাফি'ঈকে দেখে বুঝলেন যে, ছেলেটির মধ্যে প্রতিভা আছে । তাই তিনি তাকে নসীহত হিসেবে বলেন,

"إني أرى الله قد ألقى على قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية"

“আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে আলো (জ্ঞান) দান করেছেন, অতএব তুমি এই আলোকে গুনাহের অন্ধকার দিয়ে নিভিয়ে দিও না । " ইমাম শাফি'ঈ (রহিমাহুল্লাহ) নিজেই বলেন :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور *** ونور الله لا يهدى لعاصي

“আমি আমার শিক্ষক ওয়াকি'-এর নিকট দুর্বল মুখস্থশক্তির ব্যপারে অভিযোগ করলাম

(অর্থাৎ আমি বললাম যে, আমার মুখস্থশক্তি/স্মৃতিশক্তি দুর্বল। এখন আমি কী করতে পারি?) জবাবে তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করি। তিনি আরও বললেন, জেনে রাখো, জ্ঞান হচ্ছে আলো। আর আল্লাহর আলো তিনি কোন গুনাহগারকে দেন না।

অনেকে বিভ্রান্ত হন যখন দেখেন, কোন গুনাহগারকেও আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি দান করেন। এটা কেন? এর উত্তর জানতে নিচের আয়াত দু'টি পড়ুন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ

كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُو بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ(

"আর তুমি তাদের নিকট সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনীসমূহ বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে ।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল জাউযিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ্) ১০০ বলেন

,
ففي الآية دليل على أنه ليس كل من آتاه الله العلم فقد رفعه به، إنما الرفعة بالعلم درجة فوق مجرد إت
يانه

"এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ যাকে জ্ঞান দান করেন তাকেই উচ্চমর্যাদা দান করেন না। যথাযথ জ্ঞানের মাধ্যমে উচ্চমর্যাদা লাভ শুধু জ্ঞানার্জনের চেয়ে অনেক উত্তম ব্যাপার।"

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেলো যে, আল্লাহ কোন গুনাহগারকে জ্ঞানের আলো দেন না। বাহ্যিকভাবে কাউকে দিয়েছেন বলে দেখা গেলে বুঝে নিতে হবে যে, এটি তার জন্য পরীক্ষা। ক্বিয়ামাতের বিচারের মাঠে তার এই জ্ঞান তার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। তাই জ্ঞান ও মুখস্থশক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং অর্জিত জ্ঞান ধরে রাখার জন্য গুনাহের কাজ বর্জনের ও জ্ঞানানুযায়ী 'আমলের কোন বিকল্প নেই। সকল মানুষের বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে বেশি সচেতন হওয়া জরুরি

রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়:

মানুষ আল্লাহর রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়

রিজিক আল্লাহপ্রদত্ত অনেক বড় নিয়ামত।
ইরশাদ হয়েছে, 'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের (নিয়ামত) বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭)

মানুষ নিয়ামত থেকে তখনই বঞ্চিত হয়, যখন অকৃতজ্ঞ হয়ে সৃষ্টিকর্তার নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। যদিও তার অনেক ধনসম্পদ থাকে, কিন্তু সে এগুলো উপভোগ করতে পারে না। লক্ষ ও কোটি টাকার মালিক, কিন্তু সে নিজে কিছুই খেতে পারে না।
এমন অনেক মানুষ আছে, ধনসম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে, কিন্তু ডাক্তার বলে দিয়েছে দুই রুটির বেশি খাওয়া যাবে না। এটা খাওয়া যাবে না, ওটা খাওয়া যাবে না।
এমন অনেকেই আছেন, শুধু ঘুষ ও হারাম উপায়ে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। মানুষকে ঠকিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। গরিব অসহায়দের হক মেরে দিয়েছে। জনগণের সম্পদ লুটপাট করেছে, সরকারি সম্পদ অবৈধভাবে নিজের নামে করে নিয়েছে। আরো কতো কি করেছে। কিন্তু শেষ জীবনে যেয়ে সে কিছুই উপভোগ করতে পারে না।

নবীজী ﷺ বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

নিশ্চয়ই ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়। (মুসনাদ আহমাদ: ৫/২৭৭ ইবনু মাজাহ: ৯০)

আলী রাযি. বলেন

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا. فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمْ

যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নেয়ামত দূর করে দেয়। (ইবনুল কায়্যিম, আদ-দা ওয়াদদাওয়া : ১/৭৫)

গুনাহের কুপ্রভাবগুলো মধ্যে অন্যতম হলো, গুনাহ করলে তা গুনাহকারীর জীবিকা কমিয়ে দেয় বা সে বরকতপূর্ণ জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা অনেকেই একসময় ভালো ও পর্যাপ্ত খাবার এবং অন্যান্য নি'আমত ভোগ করলেও হঠাৎ দেখি রিত্ব ও নি'আমত কমে যাওয়া শুরু করেছে। তখন আমরা হতাশ হই, এর কারণ খুঁজি। আসল কারণের কথা হাদীসেই বর্ণিত হয়েছে। সাওবান এ হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন :

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

“দু'আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় (পরিবর্তন করে) না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছু আয়ুকে বাড়ায় না এবং কৃত পাপের কারণেই বান্দা জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়। "

আল্লাহর আনুগত্য কঠিন মনে হওয়া :

গুনাহের কাজের অন্যতম কুপ্রভাব হলো আল্লাহর আদেশ-নিষেধ না মানা এবং নিজের মনের ইচ্ছার লাগামহীন অনুসরণ করা। মানুষ যখন গুনাহ করতে থাকে এবং গুনাহের পরিমাণ বাড়াতে থাকে তখন ধীরে ধীরে তার 'ইবাদাতের পরিমাণ কমতে থাকে, ঈমান সঙ্কুচিত হতে থাকে, 'ইবাদাতের প্রতি মনোযোগে ঘাটতি দেখা দেয়, আল্লাহর আনুগত্য করতে না পারলে দুঃখ বা আফসোস লাগে না। গুনাহের

প্রভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করা কঠিন মনে হতে থাকে। অন্যায়- অশ্লীলতার চর্চায় সুখ লাভ করে এবং তা অভ্যাসে পরিণত হয়।

আল্লাহর আনুগত্য ও শয়তানের আনুগত্য একই সাথে সমান গতিতে চলতে পারে না। তাই শয়তানের আনুগত্যের মাধ্যমে গুনাহ অর্জন করতে থাকলে আল্লাহর আনুগত্য করতে মন আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যারা আল্লাহর আনুগত্যে অনীহাবোধ করে, অলসতাবোধ করে অথচ তারা একসময় 'ইবাদাতে

মনোযোগী ছিল এবং অন্যকেও দা'ওয়াত দিত তখন বুঝে নিতে হবে যে, তার উপরে তার কৃত গুনাহের কুপ্রভাব পড়েছে। তাই সে ইবাদাতে গাফিল ও পিছিয়ে। তাইতো যারা কাফির তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে মৃত বলেছেন; তারা জীবিত নয়। (সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ২১) অর্থাৎ কাফিররা শারীরিকভাবে জীবিত থাকলেও আত্মিক ও মানসিকভাবে তারা মৃত ।

অন্তর মরে যাওয়া ও অপমানিত হওয়া :

গুনাহ মানুষের অন্তরকে মেরে ফেলে। এর কারণে অন্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হয়। গুনাহে লিপ্ত থাকা অসম্মানেরও কারণ। সম্মান দেয়ার মালিক আল্লাহ। আল্লাহর অবাধ্যতা করে সম্মানিত হওয়া যায় না। বরং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়া যায়। ফলে সে সকলের আন্তরিক ভালোবাসায় সিক্ত হয়।

আল্লাহর ভালোবাসা পেলে যেমন মানুষের ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়া যায় তেমনি আল্লাহর অবাধ্যতা করলে তার বিরাগভাজন হতে হয় এবং অপমানিত হতে হয়। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুল্লাহ) ১০২ বলেন :

رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها

“আমি দেখেছি গুনাহ অন্তরকে মেরে ফেলে আর সর্বদা গুনাহে লিপ্ত থাকা অপমান নিয়ে আসে। গুনাহ পরিত্যাগ করা অন্তরের বাঁচিয়ে রাখে আর নফস্ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত।"

পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়া :

মানুষের গুনাহের কারণে দুনিয়াতে বিভিন্ন রকমের বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। এই বিপর্যয় হতে পারে স্থলভাগে, হতে পারে জলভাগে (সাগর-নদীতে), হতে পারে আকাশে, হতে পারে ফল-ফসলে, হতে পারে বাসস্থানে। এই বিপর্যয়ের কথাই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ(

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَط ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ ، وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بينهم.

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলেন, "হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও। যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি । যখন কোন জাতি ওযন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসীবত এবং যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূ-পৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না। যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের

উপর তাদের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাশীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয় । যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।"

সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা ও মনস্তাত্বিক রোগে ভোগা :

গুনাহগার ব্যক্তি সবসময় জানা-অজানা ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তাকে দেখেই বোঝা যায় যে, সে ভীত, নিরাপত্তাহীন। যখন কেউ গুনাহ করে তখন সে আল্লাহর নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যায়। আর আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছে এমন এক নিরাপত্তা যার ভিতরে কেউ ঢুকলে সে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে।

আর যে আল্লাহর আনুগত্যের নিরাপত্তা থেকে বের হয়ে যাবে সে সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। সে মনে মনে ভাববে, কখন না জানি মৃত্যু চলে আসে, কখন না জানি শাস্তি চলে আসে। সে মৃত্যুকে ভয় পাবে। কারণ সে জানে যে, মারা গেলে পরেই তার প্রাপ্য শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। আর মৃত্যুকে ভয় পাবার কারণে সে ঝুঁকিপূর্ণ যে কোন কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। এভাবে সারাক্ষণ সে ভয়ের মধ্যে কাটাবে, হীনমন্যতায় ভুগবে। একটা পর্যায়ে তাকে "ভয়রোগ" গ্রাস করে ফেলবে, যা আজকাল পৃথিবীর সবচেয়ে মহামারী রোগ হিসেবে চিহ্নিত। ফলে সে কোন সৃজনশীল কাজ করতে পারবে না।

মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হওয়া :

গুনাহের প্রভাবে মুসলিমদের শক্তি বিনষ্ট হয়। কাফিররা আর মুসলিমদেরকে ভয় পায় না। বর্তমানেও এমন অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই মুসলিমরাই ইসলামের প্রথম যুগে অস্ত্রশক্তিতে দুর্বল হওয়ার পরও শুধু ঈমানের ও 'আমলের বলে বলিয়ান হয়ে কাফিরদের পরাজিত করেছিল। কিন্তু আজ মুসলিমরা গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের ঈমান ও আমলের শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে।

যে মুসলিমরা শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলেও মৃত্যু পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছে সেই মুসলিমরাই আজ পায়ে একটি কাঁটা বিধলে ভয়ে ঘর থেকে বের হয় না।

মসলিমরা আজ ইতিহাসের যে কোন সময়ের তুলনায় সংখ্যায় বেশি হলেও তাদেরকে আজ কাফির-মুশরিকরা পাত্তা দিচ্ছে না। এর কারণ কী? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মৃত্যুভয়। আর মৃত্যুভয় তৈরি হয় গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকলে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাওবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন :

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَهُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاهُ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ

"অদূর ভবিষ্যতে অন্য জাতির লোকেরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে, যেমন খাদ্য গ্রহণকারী বড় পাত্রের দিকে আসে। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমাদের সংখ্যা কি তখন কম হবে? তিনি বলেন, না, বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায় অধিক হবে। কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের ভীরুতা দূর করে দেবেন ।

জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! 'আল ওয়াহন' কী? তিনি (3) বললেন, দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

লজ্জা-শরম কমে যাওয়া :

গুনাহের কাজ করলে ধীরে ধীরে লজ্জা-শরম কমে যেতে থাকে। তখন সে যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারে, করতে পারে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ গু বলেছেন :

إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت

"যখন তোমার থেকে লজ্জা চলে যাবে তখন তুমি যা ইচ্ছা তা-ই করো।

অর্থাৎ লজ্জাহীন মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। আর লজ্জার পুরোটুকুই কল্যাণ। যার লজ্জা নাই তার কাছে কল্যাণও থাকার কথা না । তাই লজ্জাহীন মানুষ কল্যাণহীন হতে পারে। আর যখন কারো মধ্যে কল্যাণ থাকবে না তখন তার কর্মকাণ্ড বিপথে পরিচালিত হবে। এগুলো সবই তার গুনাহের কুপ্রভাবে হয় ।

রাসূলুল্লাহ অন্যত্র বলেছেন :

"লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

আল্লাহর নি'আমত থেকে বঞ্চিত হওয়া :

গুনাহের কারণে ব্যক্তি আল্লাহর অনেক নি'আমত থেকে বঞ্চিত হয়। "আলী বলেন,

إذا كنت في نعمة فارعها.... فإن الذنوب تزيل النعم.

“যদি তুমি আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে থাকো তাহলে তার যত্ন নাও। কারণ গুনাহ নি'আমতকে দূর করে দেয়।”

গুনাহের কারণে গুনাহগার ও তার রবের মাঝে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে দূরত্ব ও দুঃসম্পর্ক তৈরি হয় :

কোন এক পূর্ববর্তী বিদ্বান বলেছেন,

إني لأعصي الله ، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأت

“আমি যখন আল্লাহর অবাধ্য হই তখন তার কুপ্রভাব আমি আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর আচার-আচরণে দেখতে পাই ।”

দৈনন্দিন কাজে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ও সমস্যায় পড়া :

গুনাহের কুপ্রভাবে গুনাহগার যখনই কোনো কাজ করতে যায় তখনই সে তাতে বাধাপ্রাপ্ত ও সমস্যায় পতিত হয়। তার উপরে কাজটি কঠিন হয়ে যায়। এর বিপরীতে মুত্তাকী ব্যক্তি যখন কোনো কাজ করতে যায় তখন আল্লাহ তার জন্য সে কাজকে সহজ করে দেন। তবে তাকে আল্লাহ কখনো কখনো পরীক্ষাও করেন।

গুনাহ গুনাহগারের জীবনকে অন্ধকারময় করে দেয় :

গুনাহগার ব্যক্তি তার অন্তরে অন্ধকার অনুভব করে। রাতের অন্ধকারে আলোহীন পথিকের যে অবস্থা হয় গুনাহের ভারে নিমজ্জিত ব্যক্তিরও তেমন অবস্থা হয়। চোখ না থাকার কারণে যেমন অন্ধ ব্যক্তির সামনে দুনিয়ার সবকিছু অন্ধকার মনে হয় তেমনি গুনাহের কারণে চামড়ার চোখ থাকার পরও গুনাহের অন্ধকারে গুনাহগারও হাবুডুবু খায়। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করাই হচ্ছে আসল আলো। আর তাঁর অবাধ্যতাই হচ্ছে অন্ধকার ।

অন্ধকার যত বাড়তে থাকে আলোহীন পথিক যেমন বেশি পথ হারায় তেমনি গুনাহগারও যখন গুনাহ মাফ না করিয়ে নতুন নতুন গুনাহ করতে থাকে তখন ধীরে ধীরে সে বিদ'আত, বিভ্রান্তি ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে বুঝতেই পারে না যে সে বিপথে চলছে। একসময় সে কোন কিছুকেই গুনাহ মনে করে না । সবকিছুকেই বৈধ ও সঠিক কাজ মনে করে ।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস বলেন,

إن للحسنة ضياء في الوجه ، ونوراً في القلب ، وسعة في الرزق ، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً في الوجه ، وظلمة في القلب ، ووهناً في البدن, ونقصاً في الرزق ، وبغضة في قلوب الخلق.

“সাওয়াবের কাজ হলো চেহারা উজ্জ্বলতা, অন্তরের আলো, রিত্বের প্রশস্তি, শরীরের শক্তি এবং মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী। আর গুনাহ হচ্ছে চেহারার কলুষতা, অন্তরের অন্ধকার, শরীরের দুর্বলতা, রিযক্কের সংকট ও মানুষের অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী।”

গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হতে হয় :

আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া গুনাহের আর যদি কোনো কুপ্রভাব না থাকতো তাহলে শাস্তি হিসেবে এটাই যথেষ্ট হতো। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি যে, গুনাহের শাস্তি হিসেবে আমরা আর আল্লাহর আনুগত্য করতে পারবো না- এমন যদি হতো তাহলে তা কতই না ভয়াবহ একটি ব্যাপার হতো। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন, আমীন।)

গুনাহের কারণে আল্লাহর আনুগত্যের পথ ও সুযোগ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একটি, দু'টি, তিনটি করতে করতে আনুগত্যের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়। অথচ এসব আনুগত্যের পথগুলোর এক একটি দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম ছিল।

গুনাহ চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় :

গুনাহ ধীরে ধীরে গুনাহগারের অন্তরে গুনাহ থেকে বাঁচার ইচ্ছাকে দুর্বল করে দেয়। আর আরো বেশি গুনাহ করার ইচ্ছাকে শক্তিশালী ও বৃদ্ধি করে দেয়। তার অন্তর থেকে তাওবার ইচ্ছাকে দূর করে দেয়। একসময় সে পুরোপুরিভাবে তাওবাকে পরিত্যাগ করে। একসময় সে মিথ্যাবাদীদের মত শুধু মৌখিক ইস্তিগফার ও তাওবাহ্ করে কিন্তু তার অন্তর থাকে গুনাহের সাথে বাঁধা । সে দিনরাত গুনাহ করতেই থাকে। আর এটিই হচ্ছে অন্তরের সবচেয়ে বড় রোগ। আর এটিই তাকে আস্তে আস্তে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণাভাব দূর হয়ে যায় :

নিয়মিত গুনাহ করতে থাকলে গুনাহ গুনাহগারের অন্তর থেকে গুনাহের প্রতি ঘৃণাভাব দূর করে দেয়। ফলে সে আর গুনাহকে খারাপ কিছু মনে করে না । তার কাছে গুনাহের কাজগুলো স্বাভাবিক মনে হয়। তাকে গুনাহের কাজ করতে মানুষ দেখছে বা মানুষ তার খারাপ দিক নিয়ে সমালোচনা করছে তাতেও তার কিছুই আশে যায় না। সে কিছুই মনে করে না। তার অন্তরে গুনাহের প্রতি কোনো ঘৃণা জাগে না ।

গুনাহ অন্তরকে গাফিল করে দেয় :

গুনাহগার যখন অতিমাত্রায় গুনাহ করতে থাকে তখন তার অন্তরে মোহর পড়ে যায়। ফলে তার অন্তরে ভালো কিছুর প্রভাব পড়ে না। তখন সে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

উপরোল্লিখিত কুপ্রভাবগুলো ছাড়াও গুনাহের আরো অনেক কুপ্রভাব মানবজীবনে রয়েছে। অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো শুধু ভুক্তভোগীই জানে এবং অনুভব করে। গুনাহের কুপ্রভাবে যেমন জীবন সংকীর্ণ ও কষ্টকর হয়ে যায় তেমনি গুনাহ থেকে মুক্তি জীবনকে করে উচ্ছ্বল, সফল ও সুখময়।

অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়

গুনাহের দরুণ মানুষের অন্তরে মরিচা ধরে যায়। হৃদয়ে কালো দাগ পড়ে যায়। ফলে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন ভালো কথা আর ভালো লাগে না, চাইলেই ভালো কাজে মন বসানো যায় না। রাসুল (সা.) বলেন, 'যখন কোন মুমিন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে তারপর সে যখন তাওবা করে এবং গুনাহ থেকে বিরত থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, তখন তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। আর যখন মুমিন আবারও গুনাহ করে তখন অন্তরের কালো দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে অন্তরে আল্লাহর কোরআনে বর্ণিত 'রাইন' তথা মরিচা প্রভাব বিস্তার করে।' (মিশকাত, হাদিস : ২২৮১)

কর্ম সম্পাদন কঠিন হয়ে যায়

যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অনুগত হয়ে চলে, আল্লাহ তাআলা তাদের সময়ে বরকত দান করেন। ফলে খুব সহজেই, খুব কম সময়েই তারা নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। আর যারা সৃষ্টিকর্তার নাফরমানিতে লিপ্ত থাকে তাদের মধ্যে অলসতা জেঁকে বসে আর তাদের জন্য কর্মসম্পাদন কঠিন হয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার যাবতীয় কাজ সহজ করে দেন।' (সুরা তালাক, আয়াত : ৪)

গুনাহ ছাড়া কঠিন হয়ে যায়

গুনাহের প্রথম পর্যায়ে আমরা ভাবি, আজ না হয় গুনাহটা করেই ফেলি। তারপর তা ছেড়ে দিয়ে তাওবা করে ফেলব। কিন্তু বাস্তবতা পুরোপুরি উল্টো। কারণ একটি

গুনাহ অন্য গুনাহের জন্ম দেয়। একটি গুনাহের কারণে আরেকটি গুনাহ সংঘটিত হয়। ফলে গুনাহ ছেড়ে রবের দিকে ফিরে আসা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য যথাসম্ভব নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা। গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলে কালক্ষেপণ না করে তাওবা করে নেয়া। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ পরিত্যাগ করো।' (সুরা আনআম, আয়াত : ১২০)

শাস্তির মুখোমুখি হওয়া

গুনাহের কারণে দুনিয়াতে যেভাবে নানা রকম সংকট আর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তেমনি পরকালেও আল্লাহ তাআলার শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন করো, যারা পাপ করে, অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।' (সুরা আনআম, আয়াত : ১২০)
তাই, সময় থাকতেই গুনাহ ছেড়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসি। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

নিঃসংজ্ঞতা:

আল্লাহর সঙ্গে যখন কোনো ব্যক্তির সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি হয় তখন সে একাকীত্বে ভোগে, শূন্যতা অনুভব করে। হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহিমাহুল্লাহ বলেছেনঃ আমি আল্লাহর অবাধ্য হলে তার প্রতিক্রিয়া আমার গাধা ও খাদেমের আচরণের মধ্যে দেখতে পাই। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নাঈম ৮/১০৯)

যাবতীয় কার্যাবলী কঠিন হয়ে যাওয়া:

গুনাহগার ব্যক্তি যখনই কোনো কাজের সম্মুখীন হয় সেই কাজ তার উপর কঠিন হয়ে যায়। কুরআনের বাণি "যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার যাবতীয় কার্যাবলী সহজ করে দেন (সূরা তালাক- ৪) এর বিপরীত যে আল্লাহকে ভয় করে না।গুনাহের মাধ্যমে অবাধ্য হয়, আল্লাহ তার কাজ কঠিন করে দেন।

অন্তরে অন্ধকার অনুভূত হওয়া:

মানুষ রাতে যেমন অন্ধকার অনুভব করে, গুনাহগার ব্যক্তিও নিজ অন্তরে অনুরূপ অন্ধকার অনুভব করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ নিশ্চয় নেক আমলের দরুণ চেহারায় উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়, অন্তরে নূর সঞ্চারিত হয়, রিজিকে প্রশস্ততা আসে, শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং আমলকারীর জন্য সৃষ্টিজীবের অন্তরে ভালোবাসা জন্মায়। অপরদিকে গুনাহের কারণে চেহারা কালো হয়ে যায়, অন্তরে অন্ধকার তৈরি হয়, শরীরে ক্লান্তি আসে, রিজিক সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং গুনাহগারের জন্য সৃষ্টিজীবের মনে বিদ্বেষ জন্ম নেয়। (আল জাওয়াবুল কাফী, ইবনুল কায়্যিম)

নেক আমলের প্রতি অনিহা জন্মায়:

মানুষ যখন অনবরত পাপে লিপ্ত থাকে তখন নেক আমলের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেনা। আমলে তৃপ্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে তৃপ্তিহীন হয়ে এক পর্যায়ে আমল ছেড়ে দেয় ।অসুস্থ ব্যক্তি যেমন খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তদ্রুপ গুনাহের কারণে মানুষের অন্তরও অসুস্থ হয়ে যায়, সেও ইবাদতের প্রতি হয়ে যায় অনাগ্রহী।

একটি গুনাহের কারণে আরেকটি গুনাহ সংঘটিত হওয়া:

একটি গুনাহ অন্য আরো একটি গুনাহর জন্ম দেয়।উদাহরণত বলা যায় ধর্ষণ।ধর্ষক ধর্ষণের গুনাহ করে। তারপর আইনের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে প্রমাণ বিলুপ্তির নিমিত্তে কখনো ধর্ষিতাকে হত্যা করে । এজন্য মনীষীগণ বলে থাকেন একটি গুনাহ আরেকটি গুনাহকে টেনে আনে।

নেক আমল থেকে বঞ্চিত হওয়া:

গুনাহগার ব্যক্তি নেক আলম থেকে বঞ্চিত থাকে।

তাওবার সুযোগ না হওয়া:

অনবরত গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির অন্তর শক্ত হয়ে যায়। ফলে তাওবার প্রয়োজনীয়তা তার অনুভব হয়না।

অন্তরে মরিচা পড়ে যাওয়া:

আল্লাহ তায়ালা গুনাহগারের অন্তরে মোহর মেরে দেন ফলে তার কাছে গুনাহকে আর গুনাহ মনে হয়না। সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন বান্দা কোনো পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু পড়ে যায়। যদি সে পাপ থেকে তাওবা করে, তাহলে সেই কালো বিন্দু পরিস্কার হয়ে যায়। আর তাওবার পরিবর্তে যদি অনবরত পাপ করেই যায়, তাহলে সেই কালো বিন্দুটি আরো বৃহৎ আকার ধারণ করে। এমনকি তার গোটা অন্তরে ছেয়ে যায়। এটাই হলো সেই "রাইন" যার কথা কুরআনে এসেছে। (মুসনাদে আহমাদ ২/২৯৪)

কাজের মধ্যে বরকত শেষ হয়ে যায়

গুনাহের কারণে কাজের মধ্যে বরকত শেষ হয়ে যায়। ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা ছুটে আসে। যাপিত-জীবনের কষ্ট ও চেষ্টা সফলতার মুখ দেখে না। আপাত-দৃষ্টিতে কাজ সম্পন্ন মনে হলেও যথা সময়ে কাজ অসম্পন্ন দেখা যায়। পেরেশানি ও টেনশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ মনে করে, কেউ কিছু একটা করেছে। অথচ সে নিজের আত্মিক-কলুষতার কারণে বিপদাপদের মধ্যে পড়ে থাকে। নিজেই স্বীকার করে যে, একটা সময় ছিল যখন সে মাটিতে হাত রাখলেও সোনা হয়ে যেত। আর এখন সোনায় হাত রাখলেও মাটিতে পরিণত হয়। এসবই গোনাহের কারণে কারণে হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

তোমাদের উপর যে মসিবত আসে, তা তোমাদেরই কর্মের ফলে। আর তিনি তোমাদের অনেক কিছুই ক্ষমা করে দেন। (সূরা শূরা : ৩০)

প্রিয়জনরা দূরে সরে যায়

কখনো এমন চিত্রও দেখা যায় যে, এই সম্পদের কারণেই তার জীবন দিতে হয়। সন্তান ও যেই প্রিয়জনদের কারণে এতো কিছু করেছে, তারা তার চেয়ে তার সম্পদকেই বেশি ভালোবাসে। সে হয়ে যায় অবহেলিত ও বঞ্চিত। আয়েশা রাযি. বলেন

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ عَدَّ حَامِدَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامًّا

বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে তখন আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার প্রশংসাকারীকে নিন্দাকারী বানিয়ে দেন। (সহীহ ইবনু হিব্বান : ২৭৭) ফুযাইল বিন ই'য়ায রহ. বলেন

إني لأعصي الله؛ فأعرف ذلك في خُلُق دابتي وجاريتي

আমি যখন আল্লাহর নাফরমানি করি, তখন আমি এর কুপ্রভাব আমার গৃহপালিত পশু ও আমার পরিচারিকার আচরণ-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বুঝতে পারি। (ইবনুল জাওযী, সায়দুল খাত্বির : ৩১)

মুমিনদের অন্তরে তার ব্যাপারে ঘৃণা তৈরি হয়

অনবরত গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ঘৃণা তৈরি হয়। আবুদ্দারদা রাযি. বলেন

إِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُو بِمَعَاصِي اللَّهِ فَيُلْقِي اللَّهُ بُغْضَهُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ

বান্দা গোপনে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে। ফলে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে তার ব্যাপারে এমনভাবে ঘৃণা তৈরি করে দেন যে, সে টেরও পায় না। (ইবনুল কায়্যিম, আদ-দা ওয়াদদাওয়া : ১/৫২)

চেহারা কুৎসিত ও শরীর দুর্বল হয়ে যায়

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন

إنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوادًا في الوَجْهِ، وظُلْمَةً في القَلْبِ ووَهَنًا في البَدَنِ، ونَقْصًا في الرِّزْقِ، وبُغْضَةً في قُلُوبِ الخَلْقِ

গুনাহের কাজ করলে চেহারা কুৎসিত হয়। অন্তর অন্ধকার হয়। দেহের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। রিজিকের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়। মানুষের অন্তরে তার প্রতি ঘৃণা ভাব জন্মায়। (রাওযাতুল মুহিব্বীন : ৪৪১)

গুনাহ ছাড়া কঠিন হয়ে যায়

গুনাহের প্রথম পর্যায়ে আমরা ভাবি, আজ না হয় গুনাহটা করেই ফেলি। তারপর তা ছেড়ে দিয়ে তাওবা করে ফেলব। কিন্তু বাস্তবতা পুরোপুরি উল্টো। কারণ একটি গুনাহ অন্য গোনাহের জন্ম দেয়। একটি গুনাহের কারণে আরেকটি গুনাহ সংঘটিত হয়। ফলে গুনাহ ছেড়ে রবের দিকে ফিরে আসা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলতেন, গুনাহ গুনাহকে টানে। এক গুনাহ আরেক গুনাহকে জন্ম দেয়। তাওবা করলে গুনাহ মাফ হয়ে গেলেও এর তাসির থেকে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি গুনাহ উপার্জন করেছে এবং তার গুনাহ তাকে বেষ্টন করে নিয়েছে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী। (সূরা বাকারা : ৮১)

অন্তর অন্ধকার হয়ে যায়:

হাদীসে এসেছে, নবীজী ﷺ বলেন

إِنِ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَإِنْ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ فَذَلِكُمُ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يكسِبونَ

কোনো মানুষ যখন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। সাথে সাথে যদি তওবা করে ফেলে তাহলে সেই দাগ মিটে যায়। কিন্তু যদি তাওবা করার আগেই আরেকটি গুনাহ করে তাহলে আরো একটি দাগ পড়ে যায়। এভাবে দাগ পড়তে পড়তে অন্তরটা কালো কুচকুচে হয়ে যায়।

এটা সেই মরিচা যার ব্যাপারে কোরআন মজিদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘এটা কক্ষনো নয়, বরং তাদের অন্তরের ওপর গোনাহের) মরিচা লেগে গেছে, যা তারা প্রতিনিয়ত উপার্জন করেছে’— সূরা আল মুতাফফিফীন : ১৪। (তিরমিযী : ৩৩৩৪)

তাওবার সুযোগ হয় না

অনবরত গুনাহে নিমজ্জিত ব্যক্তির অন্তর শক্ত হয়ে যায়। ফলে তাওবার প্রয়োজনীয়তা তার অনুভব হয়না এবং মৃত্যুর সময় তাওবার সুযোগ হয় না। ইবনু রজব রহ. বলেন

أَنَّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ

মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণতির কারণ বান্দার গোপন গুনাহ, যা সম্পর্কে মানুষ জানত না। (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৭২)
আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন আমীন।

গুণাহ থেকে ফিরার উপায়

গুনাহের প্রতিবিধান তাওবায়

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত গোনাহের প্রতিবিধান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন—

وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

যে কেউ কোনো মন্দ কাজ করবে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করবে, তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে— সে আল্লাহকে পাবে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা নিসা (৪) : ১১০

এখানে মন্দ কাজ তথা ছোট ছোট গুনাহ এবং নিজের প্রতি জুলুম তথা বড় ধরনের গুনাহ উভয়টির ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার কথা। বলা হয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহকে পাবে অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ বান্দা কোনো ভুল, অপরাধ বা সীমালঙ্ঘন করলেও তার প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ার আচরণ করেন। ক্ষমাগুণ প্রকাশ করেন। তাই দৃঢ় আশা করা যায় যে, তিনি বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন।
বাস্তবে সুস্থ বিবেকের অধিকারী কোনো মানুষই চায় না খারাপ হতে। চায় না মন্দ কাজ করতে কিংবা অপরাধী হতে। কিন্তু মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণে শিথিলতা এবং নফস ও শয়তানের প্রবঞ্চনা তাকে এসবে লিপ্ত করে ফেলে। তাছাড়া

দুনিয়া যেহেতু পরীক্ষার জায়গা, এখানে ভালো ও মন্দ উভয় কাজের শক্তি দিয়ে মানুষকে পাঠানো হয়েছে। এরপর ভালো ও নেক কাজে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। মন্দ ও গোনাহের কাজে ঘোষণা করা হয়েছে শাস্তি। সেই শাস্তি থেকেই বাঁচার উপায় হল তাওবা ও ইস্তিগফার।

অন্য একটি আয়াতে আরও উদার-ব্যপ্ত ঘোষণা এসেছে। এসেছে অভয় ও আশ্বাসবাণী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

আপনি বলে দিন, হে আমার সেই বান্দারা! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ! আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

গুনাহ হয়ে গেছে! নিজের প্রতি অবিচার করেছ! সীমালঙ্ঘন করেছ! তবু নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এমন অভয় ও আশ্বাসবাণী পাওয়ার পর একজন মুমিনের হৃদয়ে কী আস্থা ও শক্তি অনুভূত হয় তা খুব সহজেই অনুমেয়।

তাওবার প্রতি উৎসাহ এবং ইস্তিগফারের ফায়েদা

শুধু তাই নয়। তাওবা ও ইস্তিগফারের প্রতি তিনি আলাদাভাবেও উৎসাহ দিয়েছেন। নির্দেশ করেছেন ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে।

ইরশাদ হয়েছে—

وَ سَارِعُوْٓا اِلٰي مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ.

এবং দ্রুত অগ্রসর হও তোমার রবের ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীনের (প্রশস্ততার) ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। —সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩৩

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভ করতে পার এবং যদি আল্লাহ তাআলার দয়া ও মেহেরবানী জুটে যায় তাহলে সেই জান্নাত পেতে পার, যার প্রশস্ততা আসমানসমূহ ও যমীনের (প্রশস্ততার) ন্যায়। যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।

মোটকথা, আল্লাহর ক্ষমা লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল তাওবা। আর সেটি তো মুত্তাকীদেরই পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

তাওবা-ইস্তিগফারের বিভিন্ন ফায়েদার কথাও উল্লেখিত হয়েছে কুরআন মাজীদে। যেমন হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ভাষায় ইরশাদ হয়েছে—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا،يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا، ّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

আমি বলেছি, তোমরা আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন। তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যানরাজি আর তোমাদের জন্য প্রবাহিত করবেন নদ-নদী। —সূরা নূহ (৭১) : ১০-১২

অর্থাৎ ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার ফলে এইসব বিষয় লাভ হবে। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন। আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং বাগ-বাগিচা ও নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দেবেন। স্পষ্ট কথা যে, এগুলোর প্রত্যেকটিই এমন, যা ছাড়া মানুষের জীবন ও জগৎ প্রায় অচল। সেগুলোই খুব সহজে লাভ হতে পারে ইস্তিগফারের মাধ্যমে।

প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ ছেড়ে দাও

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ

তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল গুনাহ ছেড়ে দাও। যারা গুনাহ করে, শীঘ্রই তাদেরকে তাদের কৃত গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হবে। (সূরা আনআম : ১২০)

নবীজী ﷺ বলেন,

اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বড় ইবাদতকারী গণ্য হবে। (তিরমিযী : ২৩০৫)

সবচেয়ে দামী আমল: গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. বলেন,

لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا

গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার মত সমকক্ষ আমল আমি কোনোটিকে মনে করি না। (আদাবুদদুনয়া ওয়াদদীন : ১/৯৮)

হাসান বসরী রহ. বলেন,

مَا عَبَدَ الْعَابِدُونَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِ مَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْه

আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম কোনো ইবাদত আর কোনো ইবাদতকারী করতে পারে নি। (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ২৯৬)

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি কেন?

প্রতিটি কাজের দুটি দিক থাকে বিধানগত দিক এবং প্রভাবগত দিক। গুনাহের বিধানগত দিক হল, তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে গুনাহের প্রভাবগত বিষয়টি দূর করে দেওয়ার ওয়াদা নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁর একান্ত দয়া ও মেহেরবানীতে তার প্রভাবও দূর করে দিতে পারেন। তবে সে বিষয়ে কোনো ঘোষণা বা ওয়াদা তিনি দেননি।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গুনাহ করে, এরপর তাওবা করে, তখন সেই তাওবা কবুল হলে গুনাহটি থেকে সে ক্ষমা পেয়ে যাবে। তবে গুনাহের প্রভাব ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে মুক্তি পাবে কি না; বলা যায় না। সেজন্য আমাদের উচিত, সাধ্যের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এরপরও কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা এবং ভবিষ্যতে গুনাহ করার মানসিকতা পরিত্যাগ করা।

গুনাহ ক্যান্সারের মত

কে এটা বলতে পারবে যে, গুনাহ ত্যাগ করা ছাড়া কিংবা মাফ করিয়ে নেওয়া ছাড়া জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে এবং জান্নাতে যেতে পারবে! কেউই বলতে পারবে না। সুতরাং আমাদের করণীয় কী? একটাই করণীয়—
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং এরপরেও গোনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নেওয়া।

গুনাহ তো ক্যান্সারের মত। ক্যান্সার থেকে সতর্ক থাকা যেমন জরুরি, গুনাহ থেকেও সতর্ক থাকা জরুরি। ক্যান্সার হলে যেমন কেটে ফেলতে হয় গুনাহ হয়ে গেলেও তাওবা করে নিতে হয়।

কে এটা বলতে পারবে যে, গুনাহ ত্যাগ করা ছাড়া কিংবা মাফ করিয়ে নেওয়া ছাড়া জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে এবং জান্নাতে যেতে পারবে! কেউই বলতে পারবে না। সুতরাং আমাদের করণীয় কী? একটাই করণীয়— গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং এরপরেও গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নেওয়া। গুনাহ তো ক্যান্সারের মত। ক্যান্সার থেকে সতর্ক থাকা যেমন জরুরি, গুনাহ থেকেও সতর্ক থাকা জরুরি। ক্যান্সার হলে যেমন কেটে ফেলতে হয় গুনাহ হয়ে গেলেও তাওবা করে নিতে হয়।
তাই আমাদের জন্য উচিৎ হবে নিজেও গুনাহ থেকে সংযোমী হওয়া এবং পরিবার পরিজনকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে সচেতনতার ব্যাপারে তৎপর এবং উদ্যোমী হওয়া। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে গুনাহ পরিহার করে যাপিত জীবনকে আরো সুন্দর করে দিক।আমিন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে পাপ বর্জন করে ক্ষতি থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আমিন।

রেফারেন্স:

বই: গুনাহ থেকে ফিরে আসুন

বই: হারাম ও কবীরা গুণাহ

বই: হালাল-হারামের বিধান

বই: গুণাহ মাফের উপায়

বই: যে সকল হারামকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে

মাসিক আল কাউসার